দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

প্রাথমিকের পাঠ্যবই সময়মত সরবরাহে নানা শঙ্কা

উপজেলা সদরে পৌঁছেছে সামান্যই, প্রাক-প্রাথমিকের মোটেই পৌঁছেনি

■ নিজামুল হক

প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিকের বিনামূল্যের পাঠ্যবই যথাসময়ে সরবরাহ নিয়ে নানা শঙ্কায় রয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও প্যাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। মাধ্যমিক স্তরের বই ৭০ শতাংশের বেশি উপজেলা সদরে পৌঁছলেও গতকাল পর্যন্ত প্রাথমিকের বই ৪ শতাংশও পৌঁছেনি। আর প্রাক-প্রাথমিকের বই নিয়ে শঙ্কা আরো বেশি। এখনো কোনো উপজেলা সদরে একটি বইও পৌঁছেনি।

এবার ২২টি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক বই ছাপার কাজ পেয়েছে। এর মধ্যে একই মালিকানায় ৩টি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো এনসিটিবির কাছে অভিযোগ করেছে, তারা মিল মালিকদের কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী কাগজ পাচ্ছে না। যারা নোট-গাইড তৈরি করছে তারা বেশি মূল্য দিয়ে মিল মালিকদের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে যাচ্ছে। যথাসময়ে কাগজ না পাওয়ায় ছাপার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার এনসিটিবি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেস, প্রমা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, এসআর প্রিন্টিং প্রেস, এপেক্স প্রিন্টিং অ্যান্ড কালার, আনন্দ প্রিন্টার্স, সরকার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং ছাড়া ২২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বই সরবরাহ শুরুই করতে পারেনি। গতকাল পর্যন্ত ৩ দশমিক ৬১ শতাংশ প্রাথমিকের বই উপজেলা সদরে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ইবতেদায়িতে প্রায় ৭৪ শতাংশ, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালে ৭৫ শতাংশ, মাধ্যমিকে ৭৬ শতাংশ, এসএসসি ভোকেশনালে ৭৭ শতাংশ বই উপজেলা শহরে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় এনসিটিবির পক্ষ থেকে ৩৭টি মিল মালিকদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যেসব প্রেস বিনামূল্যের বই ছাপার কাজ করছে কাগজ বিক্রির ক্ষেত্রে যেন মিল মালিকরা তাদের অগ্রাধিকার দেন। বিনামূল্যের বই ছাপার জন্য কাগজের মানও যেন ঠিক থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে।

যারা নোট-গাইড তৈরি করেন তারা বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের কাগজের চেয়ে বেশি মূল্যে কাগজ ক্রয় করেন। এরা নগদ টাকায় কাগজ ক্রয় করেন। এ কারণে মিল মালিকরা ব্যবসায়িক লাভের জন্য নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের কাছেই বিক্রিতে আগ্রহ দেখায়। এ ছাড়া নোট-গাইডে নিম্নমানের কাগজ দেয়া হয়। কিন্তু বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের জন্য ৮০ গ্রাম হোয়াইট ও ব্রাইটনেস পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রাথমিকের পাঠ্যবই

২০ পৃষ্ঠার পর

৮০ শতাংশ হতে হয়। স্বল্প মানের কাগজ বিক্রিতেও লাভ বেশি হয় মিল মালিকদের। বাজারে এখন বিভিন্ন শ্রেণির 'টেস্ট পেপার' নামে অনুশীলন বই বিক্রি হচ্ছে। পুরো আকারে একটি বই ছাপাতে যে কাগজ প্রয়োজন তা দিয়ে ৫টিরও বেশি বিনামূল্যের বই ছাপা সম্ভব।

এ প্রেক্ষাপটে আগামী সপ্তাহে ওই সব ব্যবসায়ীর সাথে বৈঠক করবে এনসিটিবি।

প্রাথমিকের বিনামূল্যের বইয়ের ছাপার কাজ করছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, তারা অনুশীলনের নামে যা ছাপছে তা নোট-গাইড। এটি অনৈতিক ও অনিয়ম। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে সরকার।

এনসিটিবির এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে তারা জেনেছেন, নভেম্বরে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিম্নচাপের আশঙ্কা রয়েছে। যদি নিম্নচাপ হয় তাহলে ৩/৪ দিন পর্যন্ত বই সরবরাহ ব্যাহত হবে। এ ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিরোধী দল যদি হরতাল আহ্বান করে সব ক্ষেত্রে বই সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।